মেহেরপুর পৌর আ. লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শনিবার ভোরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইকবাল হোসেন বুলবুল শহরের বোসপাড়ার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসের মেজ ছেলে এবং সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের মেজো ভাই।

জানাজায় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে উপস্থিত হন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসেন বুলবুলের বড় ভাই সহিদ সাদেক হোসেন (বাবুল), জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফুল এনাম বকুল, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ তার আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ঝিনাইদহে লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষে নিহত কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর লাশ নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। অন্যদিকে স্ট্রোকে মৃত্যুর দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ সদর শাখা।

শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ মর্গ থেকে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হামদহ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, দলটির নেতাকর্মী ছাড়াও নিহতের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীকে মাথায় আঘাত করে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। সিটি স্ক্যানে তার মাথায় আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তারা ইনসাফের লেবাস পরে করে বে-ইনসাফ। ওরা একটি বেইমান মুনাফেক দল। আমরা এই ন্যাক্কারজনক হত্যার বিচার চাই।

এদিকে তরু মুন্সীর মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে দাবি করেছে জামায়াত।

শনিবার দুপুরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা জামায়াতের থানা আমীর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মাধবপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের ইফতার মাহফিল ছিল। সেখানে বিএনপির লোকজন গিয়ে নারীদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। যে কারণে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তরু মুন্সীর গায়ে কেউ আঘাত করেনি। তিনি হার্টের রোগী, তার মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ড. হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেন, তরু মুন্সী শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মারামারির কারণে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করেন। যে কারণে তার মৃত্যু

হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে অপ-রাজনীতি করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও দোকানপাট ভাঙচুর করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে ইফতারের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ইফতারের আয়োজন নিয়ে নারী কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মহিলা কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। সেখানে রাত ৮টার দিকে মারা যান তরু মুন্সী। নিহত তরু ইউনিয়ন কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন (অর্থ ও প্রশাসন) জানান, তরু মুন্সীর ছেলে শিপন মিয়া ৫১ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং সেই মামলায় এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আহত বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

ঝিনাইদহে জামায়াতের নারী কর্মীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিলকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির সংঘর্ষে আহত বিএনপি কর্মী তরু মিয়া (৪৮) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের নারী কর্মীদের সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল পণ্ড করতে গিয়ে বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আহতদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তরু মিয়ার অবস্থা শঙ্কাপন্ন হওয়ায় তাকে

উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তরু মিয়া মারা যান।

নিহত তরু মিয়া মাধবপুর গ্রামের মৃত মনছুর আলীর ছেলে। প্রায় দুই দশক তিনি প্রবাসে ছিলেন। পাঁচ মাস আগে দেশে ফিরে এসে তার ছেলে শিপন রহমান ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা হওয়ায় তিনি বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

ইউনিয়ন যুবদল নেতা আবু কালাম বলেন, “জামায়াতের হামলায় আমিসহ বিএনপির ৭ নেতা-কর্মী আহত হন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়। তরু মিয়া মারাত্মক আহত ছিলেন। অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তাররা তাকে ঢাকায় রেফার্ড করেন। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়। মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে আনা হচ্ছে।”

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, “আহত তরু মিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। পুনরায় কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই কারণে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছেন। সংঘর্ষের ঘটনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঘটনায় যথাযথ আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে বিএনপির দু’গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফের চাল বিতরণ ও প্যানেল চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি এলাঙ্গী গ্রামের মোশাররফ হোসেন কালু, স্থানীয় নেতা খাইরুল ইসলাম ও রাসেল আহমেদকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এই সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের তথ্যমতে, সকাল ১০টা থেকেই উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালুর লোকজন লাঠি নিয়ে কড়ইগাছি মোড়ে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের লোকজন রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভেতরে লাঠি নিয়ে অবস্থান করছিলেন।
উত্তেজনা নিরসনে বর্তমানে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সরকার পরিবর্তনের পরপরই রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুকে সরিয়ে দিয়ে ওয়ার্ড সদস্য সারগিদুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু বিএনপির গাংনী উপজেলা সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও তাঁর লোকজন দাবি করেছেন, সারগিদুল ইসলাম অবৈধভাবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ছাড়া গরিবদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তিনি নিজের লোকজনের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করছেন। এর প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদে আসেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাশ বলেন, বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

মুজিবনগরে ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের “সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে” মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহম্মেদ বিজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান, বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বায়জিদ মোল্লা, সাবেক ইউপি সদস্য বগা মোল্লা, সাবদার আলী ও জাকির হোসেনসহ বিএনপির নেতাকর্মীরা।

মহেশপুরে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়ে গেছে বিএনপির কার্যালয়। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার মান্দারবাড়িয়া ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে গেছে অফিসে থাকা চেয়ার, টেবিলসহ আসবাবপত্র।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে

দেয়।

মুহূর্তে আগুনে পুড়ে যায় অফিসে থাকা সকল আসবাবপত্র ও দলীয় প্রধানের ছবি। সে সময় বিস্ফোরণ করা হয় দুটি ককটেল। টের পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মহেশপুর থানা বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জানান, গত বুধবার ফেসবুকে তারেক রহমানকে নিয়ে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবক মহিরুদ্দিনের সঙ্গে বিএনপি সদস্য হামিদুল ইসলামের বাকবিতণ্ডা হয়। বিষয়টি ওইদিনই সমাধান করে দেন স্থানীয়রা। ওই ঘটনার জেরে বিএনপি কার্যালয়ে আগুনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন স্থানীয় বিএনপির কর্মীরা।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী মেহেরপুরের রাফিজা আলম লাকি

ত্রয়োাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হয়েছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট রাফিজা আলম লাকি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এলাকার উন্নয়ন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সকলের আন্তরিক দোয়া, সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জেলাবাসীর আস্থা, পরামর্শ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মেহেরপুরকে আরো সমৃদ্ধ ও এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা।

ছাত্র জীবন থেকেই জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত। সেন্ট্রাল ’ল’ কলেজে অধ্যয়ন কালেও তিনি আইন ছাত্র ফোরামের এর সদস্য ছিলেন। ২০০৬ সালে আইন পেশায় যুক্ত হয়েও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

মাতৃভাষা দিবসে মেহেরপুরে বিএনপির শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির শোভাযাত্রা ও শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, শফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচিতে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, মহিলাদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষকদল, মৎস্যজীবী দল ও তাঁতীদলের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে বিএনপি প্রার্থীদের পরাজয়ের নেপথ্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের ফলাফল শুধু রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিনের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ের মাঠে এবার জিতেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী; ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির।

মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান বলছে, ভোটাররা কেবল প্রার্থী নয়; আচরণ, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ওপর রায় দিয়েছেন।

২০০১ সালে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুণ প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ভোট

পেয়ে জয়ী হন। ২০০৮ সালে একই অঞ্চলে জামায়াত প্রার্থী পান মাত্র ৩৪ হাজার ভোট। কিন্তু এবার জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান পেয়েছেন ১ লাখ ২১ হাজার ৪৬১ ভোট, বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৭৮৭ ভোট। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল ভোট এলো কোথায় থেকে?

স্থানীয় বিশ্লেষকদের মতে, এটি কেবল দলীয় ভোট স্থানান্তর নয়; বরং ‘নতুন ভোটার সক্রিয়তা’, বিশেষ করে নারী ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নীরব ভোটারের প্রত্যাবর্তন এবং বিএনপির প্রান্তিক পর্যায়ের নেতা-সমর্থকদের অতি বাড়াবাড়ি ছাড়াও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দলের প্রার্থীকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সংগঠনিক দূর্বলতা, দলীয় অন্তর্কলহ, ৫ আগস্ট পরবর্তী জেলা-উপজেলা, ইউনিয়ন ও পাড়া-মহল্লার নেতাকর্মীদের অবাধ্য আচরণ। হাট-বাজার, খাল-বিল দখল, মামলার ভয় দেখিয়ে আর্থিক সুবিধা ভোগ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এসবের জবাব দিয়েছে ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে। আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী মেহেরপুরে বিএনপির নতুন কমিটিতে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করায় দলে বিরোধ শুরু হয়। নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান পক্ষ ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে একে অপরের বিরোধীতা করে সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখে। একপর্যায়ে মাসুদ অরুণ দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর কামরুল পক্ষ বিরোধী শিবিরেই রয়ে যায়। যা নির্বাচনে পরাজয়েরও একটি কারণ। তৌফিকুল

ইসলাম নামের একজনের ফেসবুক আইডি থেকে একটি ৪১ সেকেন্ডের কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। তাতে শোনা যায় কামরুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

একাধিক ব্যবসায়ী, ইজারাদার ও গ্রামবাসীর অভিযোগ- ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিএনপির কিছু তৃণমূল নেতা হাট-বাজার, খাল-বিল ও স্থানীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় মামলাভীতি, সামাজিক চাপে অর্থনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং বিরোধী মতের লোকজনকে ‘১২ ফেব্রুয়ারির পর দেখে নেওয়া’ এমন কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও জেলা বিএনপি নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অভিযোগ নাকচ করেছে, তবুও তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণহীনতা স্পষ্ট ছিল বলে স্বীকার করেছেন দলটিরই কয়েকজন সাবেক দায়িত্বশীল নেতা।

একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা বলেন, দল তখন সংগঠন গোছানোর চেয়ে

প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, এটাই ভুল।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য শোডাউনের বদলে ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন পুনর্গঠন করে। স্থানীয় মসজিদকেন্দ্রিক যোগাযোগ, অসুস্থ-অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসা-সহায়তা, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, এসবের মাধ্যমে তারা সামাজিক আস্থা তৈরি করে।

একজন স্কুল শিক্ষক বলেন, তারা বড় মিছিল করেনি, কিন্তু ঘরে ঘরে গেছে। মানুষ সেটা মনে রেখেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিএনপি যখন ‘ক্ষমতার পরবর্তী প্রভাব’ নিয়ে ব্যস্ত, জামায়াত তখন ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি’ নিয়েছে। এবারের নির্বাচনে চোখে পড়েছে নারীদের দীর্ঘ লাইন। বিশেষ করে যেসব পরিবার অতীতে রাজনৈতিক ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেত না, সেইসব নারীরা এবার প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন। কয়েকটি কেন্দ্রে বিএনপি-বিরোধী পুরুষ কর্মীদের অনুপস্থিতি থাকলেও নারীদের উপস্থিতি ছিল দৃশ্যমান।

বিশ্লেষকদের মতে, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতি- এই দুই প্রশ্ন নারী ভোটারদের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। এটিকেই অনেকে বলছেন ‘ভোট বিপ্লব’-এর নীরব চালিকাশক্তি। বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেছে, বিএনপি বিরোধী পরিচিত পুরুষ নেতাদের উপস্থিতি কম।

স্থানীয়দের ধারণা, ভীতি এড়াতে তারা প্রকাশ্যে আসেননি। তবে তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোট দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ভোটাররা প্রকাশ্য অবস্থানের বদলে গোপন ব্যালটে মত প্রকাশে স্বস্তি পেয়েছেন। কিছু গ্রামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাড়ি থেকে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া, সম্পদ দখলের অভিযোগ, এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। অনেকেই প্রকাশ্যে কথা বলতে চাননি; তবে অফ দ্য রেকর্ড স্বীকার করেছেন, ভোট দিয়েছি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ভেবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, যখন ভোটার মনে করেন ফলাফলের পর তার সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে, তখন তিনি ‘সবচেয়ে কম ঝুঁকির’ বিকল্পকে বেছে নেন। বিএনপির জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রান্তিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অভিযোগ দলটির ভেতরেও আছে। অন্তর্কলহ, কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ, ত্যাগী কর্মীদের অবমূল্যায়ন, এসব দীর্ঘদিনের ক্ষোভ নির্বাচনে বিস্ফোরিত হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. নাজমুল হুদা ৯৬ হাজার ৩০৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মো. আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৯৮৮ ভোট।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের একটি নিজস্ব ভোটব্যাংক আছে। তাকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়াতে তিনিসহ তার সমর্থকদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সেভাবে মাঠে নামতে দেখা যায়নি। ফলে তার সমর্থকরা প্রকাশ্য শ্লোগান নয়, আচরণের হিসাব কষেছেন। ক্ষমতার সময়ের ব্যবহার, তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তার আশ্বাস এই তিন উপাদান নির্ধারণ করেছে গাংনীর ভোটের ফলাফল।

বিএনপির জন্য এটি আত্মসমালোচনার সময়; জামায়াতের জন্য এটি আস্থা ধরে রাখার পরীক্ষা। মেহেরপুরে এবার ভোট ছিল নীরব, কিন্তু রায় ছিল উচ্চকণ্ঠ।